بسم الله الرحمن الرحيم

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৬-০৪/০১ | শুক্রবার, ০৩ রবিউস সানি, ১৪৩৬ হিজরী | ২৩-০১-২০১৫ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

হিযবুত তাহ্‌রীর, অনতিবিলম্বে যালিম হাসিনা ও বর্তমান শাসনব্যবস্থার পতন এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠায় সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারদের সাথে যোগাযোগ ও তাদের সংগঠিত করার কাজে সক্রিয়ভাবে সহযোগীতার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানাচ্ছে

আওয়ামী-বিএনপির ক্ষমতা ও প্রতিহিংসার রাজনীতির কারণে গোটা বাংলাদেশ আজ এক ভয়াবহ মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। একদিকে আওয়ামী লীগ উপহার দিয়েছে গুম-খুন ও আতংকের ফেরাউনি শাসন, আর অন্যদিকে বিএনপি পেট্রোল বোমা এবং নিরীহ মানুষদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারার রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই উপহার দিতে পারেনি। মানুষের রক্ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলার রাজনীতি থেকে দেশবাসীকে পরিত্রাণ দিতে টকশো, সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সংলাপ ও সুষ্ঠু অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের দাবি। প্রকৃতপক্ষে, এসবই হচ্ছে মূল সমস্যাকে অনুধাবন করার চেষ্টা না করে উপসর্গ নিয়ে আলোচনা। মুলতঃ বাংলাদেশ গণতন্ত্র নামক বিষাক্ত এক মরনব্যাধিতে আক্রান্ত। এই মরনব্যাধিকে জিইয়ে রেখে নির্বাচন বা সংলাপের মাধ্যমে দেশবাসীকে মুক্ত করা সম্ভব নয়।

ইতিহাস সাক্ষী যে, গণতন্ত্র কখনো কোথাও সুশাসন ও শান্তি নিশ্চিত করতে পারেনি কারণ এই ব্যবস্থা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র পরিবর্তে সমাজের গুটিকয়েক প্রভাবশালী মানুষকে দেয় আইন প্রণয়নের অসীম ক্ষমতা। স্বাভাবিকভাবেই তাই ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ হাসিলের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যেকোনো উপায়ে ক্ষমতায় আরোহন ও টিকে থাকা হয়ে ওঠে মূল উদ্দেশ্য, এবং এই ক্ষমতার রাজনীতির শিকার হয় দেশের সাধারণ জনগণ। এটি শুধু বাংলাদেশের রাজনীতি বলে কথা না, ইউরোপ-আমেরিকার বেলায়ও আমরা একই চিত্র দেখতে পাই। বুশ সরকারের সাবেক হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি টম রিজ তার আত্মস্বীকারোক্তি মূলক "The Test of Our Times: America Under Siege...And How We Can Be Safe Again" বইয়ে উল্লেখ করেছে যে, ২০০৪ সালের নির্বাচনের পূর্বে তাকে দিয়ে জোর করে সন্ত্রাসী হামলার সতর্কতা ঘোষণা করানো হয় যাতে আতংক সৃষ্টি করে বুশ দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসতে পারে। তাই এই পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের একটি রূপই আমরা দেখতে পাই আর তা হলো মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের আখের গোছানোর রাজনীতি।

হে সচেতন, নিষ্ঠাবান বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়!

হিযবুত তাহ্‌রীর, আপনাদের আহবান করতে চায় আওয়ামী-বিএনপির ধ্বংসের রাজনীতির বিপরীতে অবাস্তব ও কাল্পনিক "প্রকৃত গণতন্ত্র" প্রতিষ্ঠার কথা বলে দেশবাসীকে আর বিভ্রান্ত করবেন না। বিশ্বের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত "প্রকৃত গণতন্ত্র"-এর কোন আদর্শ মডেল আমরা দেখতে পাইনি যেখানে ইসলামের খিলাফত শাসনব্যবস্থা ১৩০০ বছর যাবৎ বিশ্বকে শাসন করে এসেছিল। তাই আপনারা যদি প্রকৃত অর্থেই দেশের কল্যাণ কামনা করে থাকেন, তাহলে আলোচনার টেবিলে সমাধান হিসেবে খিলাফত শাসনব্যবস্থাকে নিয়ে আসুন এবং এর পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে আমাদের সহায়তা করুন। **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর আত্মবিশ্বাসী ও সুশিক্ষিত নেতা-কর্মীগণ খিলাফত শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আপনাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করতে প্রস্তুত।

হে মুসলিমগণ!

পশ্চিমাদের মদদপুষ্ট আওয়ামী-বিএনপির শাসন ও রাজনীতি দ্বারা আর কতো প্রতারিত হবেন? যেখানে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম, সেখানে প্রতিবার আপনাদেরই ভোটের মাধ্যমে কেন তাদেরকে নির্বাচিত করেন যারা ইসলামকে ত্যাগ করে নিজস্ব আইন দ্বারা সমাজ পরিচালনা করছে? গণতন্ত্র নামক কুফরি শাসনব্যবস্থাকে অক্ষত রেখে শুধু সরকার পরিবর্তনে বর্তমান জুলুমের শাসনের অবসান হবে না। তাই আপনাদের প্রতি আমাদের আহবান, ক্ষমতার মুল চাবিকাঠি যাদের হাতে, সেই নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারদের কাছে খিলাফতের দাবী তুলুন -

- আপনাদের পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে যারাই সামরিক বাহিনীর অফিসার, তাদেরকে খিলাফতের ফরজ হুকুমের ব্যাপারে সচেতন করুন এবং আহবান করুন যাতে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় অতি সত্বর তারা **হিযবুত তাহ্‌রীর**-কে নুসরাহ্ (সমর্থন) প্রদান করেন।

- এবং অনতিবিলম্বে যালিম হাসিনা ও বর্তমান শাসনব্যবস্থার পতন এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠায় সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারদের সাথে যোগাযোগ ও তাদের সংগঠিত করার কাজে হিযবুত তাহ্‌রীর-কে সহযোগীতা করুন এবং এই কাজে সক্রিয়ভাবে জড়িত হউন।

মনে রাখবেন, এ কাজে অবহেলা দুনিয়ার বুকে নিপীড়িত হওয়ার পাশাপাশি শেষ বিচারের দিনে আমাদের জন্য খুব ভয়ংকর পরিণতির কারণ হতে পারে।

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (طه: **124**

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করবো।" [সুরা ত্বা-হা: ১২৪]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

https://www.facebook.com/PeoplesDemandBD2